৪৩। বোর্ডের নথিপত্র, ইত্যাদি তলব ও পরীক্ষার ক্ষমতা।— (১) বোর্ড স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই আইনের অধীন কোন কার্যধারার নথিপত্র, উহাতে বোর্ডের অধঃস্তন কোন মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ বা সিদ্ধান্তের বৈধতা বা ন্যায্যতা সম্পর্কে সন্তুষ্ট হওয়ার উদ্দেশ্যে, তলব ও পরীক্ষা করিতে পারিবে এবং উহা তৎসম্পর্কে যেরূপ বিবেচনা করে সেইরূপ আদেশ দান করিতে পারিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, অধিকতর মূল্যের পণ্য [১][বাজেয়াপ্তকরণের] কোন আদেশ, বা বাজেয়াপ্তির পরিবর্তে জরিমানা বৃদ্ধির কোন আদেশ, বা কোন অর্থদন্ড আরোপের কোন আদেশ, বা আরোপিত হয় নাই বা কম আরোপিত হইয়াছে এইরূপ মূল্য সংযোজন কর বা, ক্ষেত্রমত, সম্পূরক শুল্ক পরিশোধের আদেশ, উহা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারেন এইরূপ ব্যক্তিকে উহার বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইবার সুযোগ দান না করিয়া এবং ব্যক্তিগতভাবে বা তাহার নিকট হইতে যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কৌসুলী বা অন্য কোন ব্যক্তির মাধ্যমে শুনানির সুযোগ দান না করিয়া, প্রদান করা যাইবে না।

(২) কোন মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তার আদেশ বা সিদ্ধান্ত সম্পর্কিত কোন কার্যধারার নথিপত্র উক্ত আদেশ বা সিদ্ধান্ত প্রদানের দুই বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর উপ-ধারা (১) এর অধীন তলব এবং পরীক্ষা করা যাইবে না।

(৩) যে ক্ষেত্রে ধারা ৪২ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন আপীল বিবেচনাধীন রহিয়াছে সে ক্ষেত্রে উক্ত আপীল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন কার্যধারা শুরু করা যাইবে না।

---

[১]। অর্থ আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৮৮ বলে "বাজেয়াপ্তিকরণের" শব্দের পরিবর্তে "বাজেয়াপ্তকরণের" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।